করুণাসিন্ধু দে (১৯৪২-২০০৫)

নুলিয়া, কান্ডারি

যাবরে নুলিয়া যাব, তোর ভাঙা নৌকার ভিতরে
সাজাব সম্পন্ন ঘর। দূরাগত কঙ্কণের ধ্বনি,
নাকের নোলক, হাসি, দুরন্ত শিশুর কণ্ঠস্বরে
নিথর মুহূর্ত পাবে বিপ্রলব্ধা ঘনিষ্ঠ ঘরনী।

যাবরে নুলিয়া যাব, তোর জীর্ণ পালের মাস্তুলে
নির্মাণ, গড়াব হাড়ে। এবং প্রসন্ন মনোলোভা
উজ্জ্বল শালিক এসে গান গাইবে দয়ার্দ্র বকুলে,
শিরোপরে; অঞ্জলিতে, গন্ধ ধূপ নিসর্গের শোভা।

প্রহরীনুলিয়া, শুধু শক্ত হাতে ধরে রাখ হাল।
বিশ্বাসঘাতক হাওয়া, মায়াবিনী তরঙ্গেরা যদি
গোপন মন্ত্রণা করে এক-ই সঙ্গে ডুবায় কপালে;
চতুরা নারীরা মতো জিহ্বায় গরল তোলে নদী
বজ্রের নির্ঘোষে; ভাঙে সাজানো সংসার, ঘর, বাড়ি,
বুকের পাঁজরে তুই মুখোমুখি, নুলিয়া, কান্ডারি।

যেহেতু বয়স

বয়স জেগেছে অতলে যাবার, অতলে যাব।
হাত-পা ছড়িয়ে মজ্জায় খুশি তরঙ্গ তুলে ধাবমান
কড়া-রোদ্দুরে ঘরের অসুখ তুবড়ির মতো ফাটিয়ে আমি
ধোঁয়া ও ধূলিতে গড়াগড়ি দেব, কী ক্ষতি যদি-বা বিপথগামী,
যেহেতু আমার ইচ্ছে হয়েছে কপাল খাবার, কপাল খাব।

নিশ্বাসে জ্বালা, আতপ্ত জ্বালা, হৃদয় খুলে
জমাট হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে পোড়াবার মুখে সুখ ঝালাব,
আহা রে প্রণয় নষ্ট সময়ে দূরপলাতক শীর্ণ রোগী,
ক্ষয়ে ক্ষয়ে কার যৌবন যায়, কতকাল থাকে ভুক্তভোগী,
এবার প্রাপ্তি নিখাদ স্বর্ণে, নয়নে শ্মশানে ছাই ওড়াব।

দৃঢ় দুই হাত, ঘন কেশজাল, দক্ষিণে-বামে পথ ভুলিয়ে
সামনে দাঁড়াবে, পায়ের তলার মাটি ধরে রেখে বুকের হাড়ে;
শিয়রে জেনেছি ঘাতক-বাতাস ডেকে নিয়ে যাবে যম-দুয়ারে,
যেহেতু আমার শিরায় শোণিতে নিমজ্জনের নাগিনী ফোঁসে।

বয়স জেগেছে অতলে যাবার, অতলে যাব।
যেহেতু আমার ইচ্ছে কপাল খাবার, কপাল খাব।

দুই দাবিদার

যারা আলো দেখেছিল অন্ধকারে অন্ধ-কারাগারে
সহসা উদ্ভাস তারা নেচে উঠল, দামাল নদীর
কলতান বুকে ভেঙে, সারিবদ্ধ উন্মুখ উচ্ছ্বাসে

পটভূমি খুঁজে পেল। কতকাল শীর্ণ শতাব্দীর
অনাবাদি মুটি ফুঁড়ে পৌরুষের দৃপ্ত অহংকার
জয়-জয়কারে গানে পত্রেপুষ্পে নিসর্গ-শোভায়
জন্মাল রক্তের ক্রান্তি, অঙ্গীকার, উত্তরাধিকার;
মুঠো ভরে আয়ু দিনরাত্রি বিচিত্র ইচ্ছায়।

মধ্যরাত্রে দ্বিধা জেগে ওঠে; নির্গমের স্রোতে যারা
ভেসেছিল শতপদ্ম, তারাও সংশয়ে বনবাসে
অকুল সায়রে যায়, পুনরায়। সর্বগ্রাসী ধারা
নাড়ির ভিতরে যেন বহমান; বিপন্ন সন্ত্রাসে
দেখি, দুই দাবিদার আকণ্ঠ করেছে রক্তপান—
আলোক গিলেছে মাটি, অন্ধকার গিলেছে সন্তান।